



সিইএস মেলার চোখ ধাঁধানো প্রযুক্তি

সোহেল রানা

আমেরিকার লাস ভেগাসে ৭ থেকে ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলোর বৃহত্তম আসর কনজুমার ইলেকট্রনিক্স শো তথা সিইএস মেলা। প্রতিবারের মতো এবারও মেলায় ছিল চোখ ধাঁধানো পণ্যের বিপুল সমাহার। মেলায় প্রদর্শিত পণ্যগুলো চলতি বছর জুড়েই বাজার মাতাবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। মেলার সেরা এবং চমকপ্রদ ১০ প্রযুক্তিগুলি নিয়ে এই লেখা।

ব্লুটুথ টুথব্রাশ

ইনোভেচিভ টেকনোলজির সিইএস প্রদর্শনীতে ব্লুটুথ টুথব্রাশ নতুন চমক সৃষ্টি করে। কলিবি নামের এই টুথব্রাশটি তৈরি করেছে একই নামের একটি ফরাসি কোম্পানি। ব্রাশিংতে রয়েছে টুইট সুবিধা। ব্লুটুথের পাশাপাশি এই টুথব্রাশে রয়েছে অ্যারোলেরোমিটার, জায়রোস্কোপ ও ম্যাগনেটেমিটার সেসর। এগুলো কাজে লাগিয়ে রেকর্ড করা হবে আপনি কীভাবে ও কতক্ষণ সময় নিয়ে ব্রাশ করছেন। এই ব্রাশ ব্যবহারের সময় অ্যাপ্লিকেশনটি সরাসরি আপনার ব্রাশের



পারফরম্যান্স দেখাবে। ব্রাশিং শেষে তথ্যগুলো অ্যান্ড্রয়েড কিংবা আইফোনে অ্যাপ্লিকেশনে পাঠানো যাবে ব্লুটুথ ব্যবহার করে। প্রথমত আমেরিকার বাজারে পণ্যটি পাওয়া যাবে ১৯ থেকে ১৯৯ ডলারে।

পেবল স্মার্টওয়াচ

সিইএস মেলায় পরিধানযোগ্য কমপিউটিং ডিভাইসে চমক দেখিয়েছে পেবল স্মার্টওয়াচ। বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করে পেবল স্মার্টওয়াচের হাল সংস্করণে যুক্ত হয়েছে নতুন



হাইড্রোজেন কার

এবারের সিইএস মেলায় গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টয়োটা হাইড্রোজেন ও বাতাসের মিশ্রণে চলতে সক্ষম এক গাড়ি প্রদর্শন করেছে। টয়োটার ভিন্নধর্মী এ গাড়িটির নাম ফুহেল সেল ভেহিকল (এফসিভি) ইলেক্ট্রনিক কনসেপ্ট কার। গাড়িটিতে হাইড্রোজেন ও বাতাসের মিশ্রণে পানি উৎপন্ন হয়, যা পরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে গাড়িটি চলে। টয়োটা জানিয়েছে, গাড়িটি একবার রিফিলে ৩১০ মাইল অনায়াসে চলবে। মাঝারি আকৃতির চার দরজাবিশিষ্ট এ গাড়িটি থেকে পানির বাস্প ছাড়া অন্য কিছু নির্গমন হয় না।

গাড়িটির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটি রিফিল করতে পারবে এমন ফুয়েলিং স্টেশন খুঁজে পাওয়া। ক্যালিফোর্নিয়া ২০১৫ সাল নাগাদ গাড়িটির জন্য উপযোগী হবে এমন বিশেষ ফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ২০ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা দিতে রাজি হয়েছে। টয়োটার এ গাড়িটি ২০১৫ সাল নাগাদ বাজারে আসতে পারে।

ফিচার এবং ডিজাইনে এসেছে পরিবর্তন। এতে যুক্ত হয়েছে গোরিলা গ্লাস, প্লাস্টিকের ফ্রেমের বদলে স্টেইনলেস স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়াটার প্রক্ষ সুবিধার পাশাপাশি আছে ট্রাই কালার এলাইটি ডিসপ্লে। এর অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোনে সমর্থিত ডিসপ্লেকে ইচ্ছেমতো কাস্টমাইজ করা যাবে। এটির দাম বাড়িয়ে ২৫০ ডলার করা হয়েছে।

ফোরকে আল্ট্রা এইচডি টেলিভিশন

আল্ট্রা এইচডি (হাই ডেফিনিশন) এবং বড় পর্দার টেলিভিশন ছিল সিইএস মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। স্যামসাং, এলজি, ভিজিওর এসব আল্ট্রা এইচডি টেলিভিশনের মধ্যে দর্শকদের নজর কাড়ে ১০৫ ইঞ্চির বাঁকানো পর্দার টেলিভিশন। ৩-৪ মিটার দূরত্বের মধ্যে থেকে এই টেলিভিশনটির প্রতিটি পিঙ্কেল উপভোগ করা যাব। এর অটো ডেপথ অ্যানহ্যাসার প্রযুক্তি সুবিধার ফলে আলাদা গ্লাস ব্যবহার ছাড়াই স্বিডি ইফেক্ট অনুভব করা যাব।



এছাড়া এলজির ৭৭ইন্চী ৮০০ সিরিজের ৭৭ ইঞ্চির ওএলইডি টেলিভিশনটি প্রযুক্তিপ্রেমীদের আকৃষ্ণ করে। এই আল্ট্রা এইচডি টেলিভিশনটিতে এলজির নতুন ওয়েব ওএস স্মার্ট ইন্টারফেস যুক্ত আছে।

এনভিডিয়া টেগরা কে১ প্রসেসর

সিইএস মেলায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এনভিডিয়া টেগরা প্রসেসর প্রদর্শিত হয়েছে। এর ফলে গেমিং পিসিতে বিপুল সাধিত হবে। এনভিডিয়ার ১৯২টি গ্রাফিক্স কোরের



কোয়ালকম টেগরা কে১ প্রসেসরটি অ্যাপলের এ৭ চিপ থেকে তিনগুণ দ্রুত কাজ করতে সক্ষম। এই প্রসেসরের সমন্বয়ে বাজারে আসবে পরবর্তী প্রজন্মের গেমিং পিসি।

নতুন এই প্রসেসর দুটি ভিন্ন মডেলে পাওয়া যাবে। ৩২ বিটের কোয়ালকম কোর প্রসেসরের সর্বোচ্চ গতি ২.৩ গিগাহার্টজ পর্যন্ত এবং ৬৪ বিটের কোয়ালকম কোরের সর্বোচ্চ গতি ২.৫ গিগাহার্টজ পর্যন্ত। চিপ দুটি যথাক্রমে বছরের মাঝামাঝি ও শেষে পাওয়া যাবে। অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ৬৪ বিটের মোবাইল কমপিউটিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। (বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়)

